যায়যায়দিন

তারিখ ... 3 0 JAN 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পরিচালিত হয়নি।

- ১৯৬৩ সালে সরকার জনশিক্ষা পরিদফতরে একটি 'বয়স্ক শিক্ষা' শাখা প্রতিষ্ঠা করে।
- ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার আওতায় প্রায় ৪০ হাজার নর-নারী স্বাক্ষর করা হয়েছিল এবং তাদের সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে 'বাংলাদেশ বয়স্ক শিক্ষা সংসদ' রংপুরের রৌমারী এলাকায় ২৭টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করে।
- স্বাধীনতা পরবর্তীকালে BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) ১৯৭৩ সালে ২৫৫টি সাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপন করে বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম শুরু করে।
- ১৯৭৪ সালে BRAC 'World Education, Lnc-New York-এর সহযোগিতায় Functional Literacy কর্মসূচি শুরু করে।
- ১৯৮৫ সালে BRAC ২২টি গ্রামে ৮-১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়।
- ১৯৭৫ সালে 'বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি' বেসরকারি পর্যায়ে ১৮টি জেলায় ৬৮টি গ্রামে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে।
- ১৯৮০ সালে সরকার দেশব্যাপী গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়সের চার কোটি নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

চারটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। তিনটি গ্রামীণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য ও একটি শহরের বস্তিবাসী শ্রমজীবী নিরক্ষর শিশুদের স্বাক্ষর করার জন্য।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য অবকাঠামোগত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। দেশে নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ, দক্ষ জনবল তৈরি এবং জীবনব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে একটি আধুনিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার অধীনে ১৯৯৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অধিদফতরের আওতায় যে কয়টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি রয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এবং এক-তৃতীয়াংশ কর্মসূচি জেলা তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে সরাসরি সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়।

অধিদফতরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর বর্তমানে চারটি প্রকল্পের আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ব্যাপক আকারে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ২০০০ সাল নাগাদ বয়স্ক সাক্ষরতার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ৬২% ও ২০০৬ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ (১০০%) সাক্ষরতা অর্জন। নিচে প্রকল্প চারটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

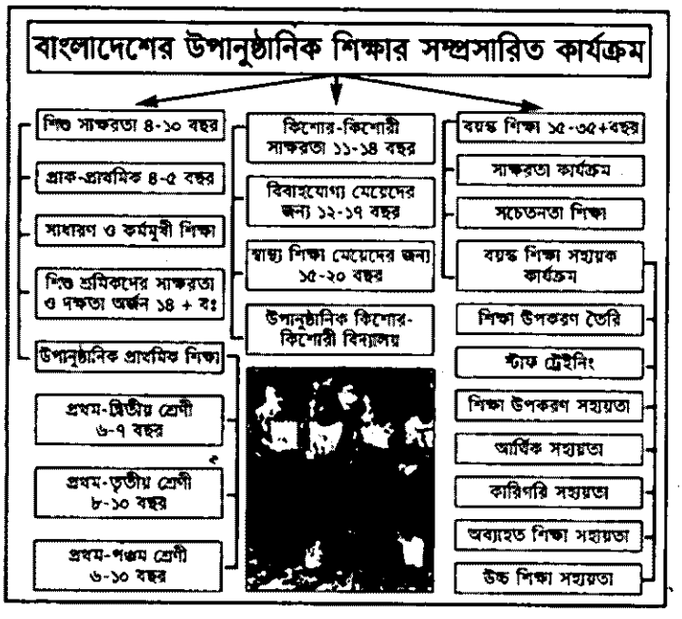

- ১৯৮২ সালে সরকার পরিবর্তনের ফলে এ দেশের গণশিক্ষা কার্যক্রম সরকারি নির্দেশে স্থগিত করা হয়।
- ১৯৮৭ সালে পুনরায় গণশিক্ষা কর্মসূচি 'পাইলট কর্মসূচি' হিসেবে দেশের ২৭টি থানায় চালু করা হয়।
- ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ লাখ ৫০ হাজার লোককে স্বাক্ষর করা হয়।
- ১৯৯৫ সালে কাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করে।

অধিদফতর প্রতিষ্ঠার পর সারা দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১

দেশের ৩২টি জেলা এ প্রকল্পের কর্ম এলাকা। এ প্রকল্পের আওতায় দুটি জেলার TLM কর্মসূচি এবং ৩০টি জেলায় কেন্দ্র-ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের দাতা গোষ্ঠীর তালিকায় রয়েছে ADB, World Bank, SDC। বর্তমানে TLM ও কেন্দ্র ভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় যথাক্রমে ৩ হাজার ৩৬৬ ও ১৪ হাজার ৮৩৫টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। এতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১ লাখ ৯৮০ ও ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৫০ জন। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ, যার মধ্যে রয়েছে অধিদফতরের সদর দফতর ও শিক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২

৩০টি জেলা নিয়ে এ প্রকল্পের কর্ম এলাকা গঠিত। মূলত এ কর্মসূচি TLM নির্ভর হলেও এ প্রকল্পের আওতায় ১৭ লাখ ৫২ হাজার জন নিরক্ষরকে কেন্দ্র ভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় সাক্ষরতা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বয়সসীমা ১১-৪৫-এর মধ্যে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১,২০০ মিলিয়ন টাকা। এ প্রকল্পের দাতা সংস্থাগুলো হলো সিডা, নোরাড ও USAID।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩

ঢাকা মহানগরসহ দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের বস্তিতে বসবাসরত ও কর্মজীবী ৩.৫১ লাখ শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জন্য চালুকৃত এ প্রকল্পটি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এ প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপের বয়সসীমা ৮-১৪ বছর এবং কোর্সের মেয়াদ দুই বছর। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিশু শ্রম হ্রাস এবং কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে UNESCO, DEED, SIDA।

উপানুষ্ঠানিক প্রকল্প-৪

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে শিক্ষা খাতে গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম। ২২৮.৮৯ লাখ বয়স্ক নিরক্ষর এ প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ এবং দেশের ৬৪টি জেলা এ প্রকল্পের কর্ম এলাকা। এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে প্রায় ৪৩ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৬,৮২৯.৯৬ মিলিয়ন টাকা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

আশির দশক থেকেই বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অভিযান কাজ শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫০০-এর মতো NGO সংস্থা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলনের প্রাক্কালে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্মিলিত জোট হিসেবে 'গণসাক্ষরতা অভিযান' নামের একটি সংস্থা যাত্রা শুরু করে। দেশের সাক্ষরতা কার্যক্রমের প্রায় ৯০% পরিচালিত হয় এ জোটের সদস্যদের পরিচালনায়।

বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় যেসব বেসরকারি সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এদের মধ্যে অন্যতম হলো ব্র্যাক, গণশিক্ষা সংস্থা, প্রশিকা, আরডিআরএস, এফআইভিডিবি, গণশিক্ষা ডানিডা, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

সর্বোপরি সমাজ সচেতনতা, নাগরিক ও মানবিক অধিকার, গণতন্ত্রের চর্চা, সুশীল সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশে একটি আধুনিক সমাজ নির্মাণে, উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনের গুণগত মান অর্জনে সরকারি-বেসরকারি নানা কর্মপ্রচেষ্টায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

সালাহউদ্দিন সোহাগ
sohag-icr@yahoo.com